

এক্সাম - ০৬

১। নিচের কোনটি পতি ও পত্নীবাচক অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ নয়?

- (ক) কাকী
- (খ) বামনী *
- (গ) জা
- (ঘ) মামী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধারণ পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে বামন এর স্ত্রী লিঙ্গ বামনী। এরূপ - খোকা -খোকী, পাগল-পাগলী, ভেড়া-ভেড়ী, বালক-বালিকা।
- অন্যদিকে পতি ও পত্নীবাচক অর্থে কাকা, দেওর, মামা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কাকী, জা ও মামী।

২। নিচের কোন শব্দে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক করা হয় না?

- (ক) চাকর
- (খ) মেথর
- (গ) কুমার *
- (ঘ) নাপিত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কুমার' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কুমারনী। এরূপ - কামারনী, জেলেনী, ধোপানী ইত্যাদি।
- অন্যদিকে কিছু শব্দের শেষে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ করা হয়। যেমন-চাকর - চাকরানী, মেথর-মেথরানী, নাপিত - নাপিতানী।

৩। 'ইকা-প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যতিক্রম কোনটি?

- (ক) নায়ক
- (খ) গণক *
- (গ) সেবক
- (ঘ) অধ্যাপক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'গণক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ গণকী। এরূপ-নর্তক-নর্তকী, চাতক -চাতকী, রজক-রজকী (বাংলায় -রজকিনী) ইত্যাদি।
- যেসব শব্দের শেষের 'অক' রয়েছে সেসব শব্দে অক এর স্থলে 'ইকা' যুক্ত করে স্ত্রীবাচক করা হয়। যেমন - নায়ক-নায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি।

৪। নিচের কোনটি সাধারণ অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ নয়?

- (ক) প্রিয়া
- (খ) মলিনা
- (গ) শূদ্রা *
- (ঘ) চপলা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তৎসম পুরুষবাচক শব্দের শেষে সাধারণ অর্থে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রী করা যায়। যেমন - প্রিয়-প্রিয়া, মলিন-মলিনা, চপল-চপলা, মৃত-মৃতা, চতুর -চতুরা, নবীন-নবীনা ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, জাতি বা শ্রেণীবাচক অর্থে তৎসম শব্দ শূদ্র এর স্ত্রীবাচক রূপ শূদ্রা। এরূপ - অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া ইত্যাদি।

৫। নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ নয়?

- (ক) সপত্নী
- (খ) অপ্সরা
- (গ) ডাইনি
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশনের সপত্নী, অপ্সরা, ডাইনি হলো নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। এরূপ-

সতীন, বাইজী, এয়ো, দাই, বিধবা,
অরক্ষণীয়া, পেত্নী, শাকচুন্নি ইত্যাদি।

৬। নিচের কোনটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ?

- (ক) প্রধানমন্ত্রী
- (খ) জীন
- (গ) সরকার
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- অপশনের সব কয়টি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ। এরূপ- কবিরাজ, যোদ্ধা, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার, পুরোহিত, কেরানী, রাষ্ট্রপতি, দরবেশ, সেনাপতি, দলপতি, বিচারপতি, জামাতা ইত্যাদি।

৭। 'জরত' এর স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?

- (ক) জরিতী
- (খ) জারতী
- (গ) জরতী *
- (ঘ) জারতি

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- 'জরত' এর স্ত্রীলিঙ্গ 'জরতী'। এরূপ- কুমার-কুমারী, সিংহ-সিংহী, মানব-মানবী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী ইত্যাদি।

৮। নিচের কোন বাক্যে ক্রিয়াবাচক শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) তোমার নেই নেই ভাব গেল না *
- (খ) ডেকে ডেকে হযরান হয়েছি
- (গ) ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে
- (ঘ) দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- 'তোমার নেই নেই ভাব গেল না' -এ বাক্যে ক্রিয়াবাচক দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ- এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা।

- বাকি তিন অপশনে ক্রিয়াবাচক শব্দ (দ্বিরুক্তি) যথাক্রমে - পৌনঃপুনিকতা , ক্রিয়া বিশেষণ ও স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। নিচের কোনটি বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্তের উদাহরণ?

- (ক) ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো
- (খ) থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে
- (গ) লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- অপশনের সব কয়টি বিশিষ্টার্থক বাগধারার উদাহরণ।
- অপশন (ক) তে 'সতর্কতা' , (খ) তে 'কালের বিস্তার' , (গ)-তে 'আধিক্য' বোঝাচ্ছে।

১০। নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ নয়?

- (ক) মড় মড়
- (খ) ধরাধরি
- (গ) টাপুর টুপুর
- (ঘ) ছটফট *

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- ছটফট হলো যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তির উদাহরণ। এরূপ- চুপচাপ, মিটমিট, জারিজুরি, নিশপিশ, ভাতটাত ইত্যাদি।
- অন্যদিকে মড়মড় (গাছ পড়ার শব্দ), ধরাধরি, টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ) হলো ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ।
- আরও কিছু ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ - ভেউ ভেউ, হুহু, ঝমঝম, কুটকুট ইত্যাদি।

১১। নিচের কোনটি ক্রমবাচক শব্দ?

- (ক) উনিশ
- (খ) ১৯
- (গ) উনবিংশ *

(ঘ) উনিশে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'উনবিংশ' শব্দটি ক্রমবাচক শব্দ।
একরূপ-প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম
ইত্যাদি।
- 'উনিশ' গণনাবাচক বা পরিমাণবাচক
শব্দ। একরূপ- এক, দুই, তিন, চার,
পাঁচ ইত্যাদি।
- '১৯' অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক শব্দ।
একরূপ- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি।
- 'উনিশে' একটি তারিখবাচক শব্দ।
একরূপ- পহেলা, দোসরা, তেসরা,
চৌঠা ইত্যাদি।

১২। 'একবিংশ' কোন ধরনের শব্দ?

- (ক) অঙ্কবাচক
- (খ) ক্রমবাচক *
- (গ) পরিমাণবাচক
- (ঘ) গণনাবাচক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'একবিংশ' একটি ক্রমবাচক বা
পূরণবাচক শব্দ। একরূপ - প্রথম,
দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ইত্যাদি
।
- অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক শব্দ এর
উদাহরণ হলো - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬
ইত্যাদি।
- গণনাবাচক বা পরিমাণবাচক শব্দের
উদাহরণ হলো - এক, দুই, তিন, চার
, পাঁচ ইত্যাদি।
- তারিখবাচক শব্দের উদাহরণ হলো -
পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা
ইত্যাদি।

১৩। 'বৃক্ষ' শব্দের বহুবচন কী হবে?

- (ক) বৃক্ষসমূহ *
- (খ) বৃক্ষগুলো
- (গ) বৃক্ষরা
- (ঘ) বৃক্ষবর্গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বৃক্ষ' শব্দের বহুবচন হলো বৃক্ষসমূহ
। একরূপ - মনুষ্যসমূহ, গ্রন্থসমূহ
ইত্যাদি।
- 'গুলো' প্রাণিবাচক ও অপ্ৰাণিবাচক
উভয় শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়।
যেমন- আমগুলো, টাকাগুলো,
ময়ূরগুলো ইত্যাদি।
- রা, বর্গ, কেবল উন্নত প্রাণিবাচক
শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন
- ছাত্ররা, শিক্ষকরা, পন্ডিতবর্গ,
মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

**১৪। নিচের কোন বাক্য বিশেষ নিয়মে
বহুবচন করা হয়েছে?**

- (ক) সিংহ বনে থাকে
- (খ) সকলে সব জানে না *
- (গ) বাজারে লোক জমেছে
- (ঘ) বাগানে ফুল ফুটেছে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সকলে সব জানে না' -এ বাক্যটি
বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচনের
উদাহরণ।
- বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন বাক্যের
উদাহরণ -
 - মেয়েরা কানাকানি করছে
 - এটাই করিমদের বাড়ি
 - রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন
জন্মায় না
- অন্যদিকে, 'সিংহ বনে থাকে' - এ
বাক্যটি একবচন ও বহুবচন উভয়
বোঝায়।
- অপশন 'গ' ও 'ঘ' সাধারণ বহুবচন
বাক্যের উদাহরণ।

**১৫। নিচের কোন কোন পদের কেবল
বচন হয়?**

- (ক) সর্বনাম ও ক্রিয়া
- (খ) বিশেষ্য ও ক্রিয়া
- (গ) বিশেষণ ও সর্বনাম

(ঘ) সর্বনাম ও বিশেষ্য *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যাকরণে কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।
- 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।
- 'বচন' বাংলা ভাষায় দুপ্রকার। যথা- একবচন ও বহুবচন।
- বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় পদের কোনো বচন হয় না।

১৬। নিচের কোন বহুবচনটি অশুদ্ধ?

- (ক) মেঘকুঞ্জ *
- (খ) বালিরাশি
- (গ) মেঘমালা
- (ঘ) শৈবালদাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মেঘকুঞ্জ' এর শুদ্ধ বহুবচন মেঘপুঞ্জ, মেঘমালা। এরূপ – দ্বীপপুঞ্জ, পর্বতমালা, বর্ণমালা ইত্যাদি।
- অন্যদিকে বালিরাশি, মেঘমালা, শৈবালদাম শুদ্ধ। এরূপ-জলরাশি, বর্ণমালা, কুসুমদাম ইত্যাদি।

১৭। আংশিক পরিবর্তনে দ্বিরুক্তি শব্দের উদাহরণ কোনটি?

- (ক) খেলা-ধুলা
- (খ) বলা-কওয়া
- (গ) রকম-সকম *
- (ঘ) টাকা-পয়সা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বিরুক্ত শব্দ জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটি আংশিক পরিবর্তনে দ্বিরুক্তির উদাহরণ হলো: রকম-সকম। এরূপ: মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড় ইত্যাদি।
- 'খেলা-ধুলা ও বলা-কওয়া হলো সমার্থক শব্দযোগে গঠিত শব্দের দ্বিরুক্তি। এরূপ- ধন-দৌলত, লালন-পালন, খোঁজ-খবর ইত্যাদি।

- 'টাকা-পয়সা' হলো সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি। এরূপ- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব, আসা- যাওয়া ইত্যাদি।

১৮। নিচের কোনটি অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ?

- (ক) ধারধোর *
- (খ) দমাদম
- (গ) টসটস
- (ঘ) পথে পথে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধারধোর হলো অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ।
- পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহরার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। যেমন- আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, ছাগল-টাগল ইত্যাদি।
- অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময় স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন-ধারধোর, আড়াআড়ি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, তাড়াতাড়ি, দলাদলি ইত্যাদি।
- দমাদম, টসটস হলো ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব। এরূপ- কুটকুট, কোঁত কোঁত, ঢং ঢং, চকচক, ঝমঝম, পটাপট, খপাখপ, ঝাটাঝাট ইত্যাদি।
- 'পথে পথে' হলো বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত দ্বিত্বের উদাহরণ। এরূপ – কথায় কথায়, মজার মজার, ঝাঁকে ঝাঁকে, চোখে চোখে, মনে মনে ইত্যাদি।

১৯। নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ নয়?

- (ক) ভটভট
- (খ) চুপচাপ *
- (গ) গবাগব
- (ঘ) থকথকে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'চুপচাপ' হরো অনুকার দ্বিত্ব। এরূপ-
আড়াআড়ি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি,
পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি
ইত্যাদি।
- কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে
যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে
ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ
দুই বা ততোধিক একসাথে ব্যবহার
করলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়।
যেমন- টনটন, ছমছম, সাঁ সাঁ, কুট
কুট ইত্যাদি।
- ভটভট, গবাগব, থকথকে ধ্বন্যাত্মক
দ্বিত্বের উদাহরণ।

২০। নিচের কোন বাক্যে পদাত্মক দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) ভয়ে ভয়ে চলতে লাগলাম *
- (খ) থেকে থেকে বজ্রপাত হচ্ছে
- (গ) লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান
- (ঘ) পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "ভয়ে ভয়ে চলতে লাগলাম" – এ
বাক্যটি পদাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ।
- বিভক্তিযুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে
পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। যেমন – হাটে
হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ
।এরূপ – হাতে নাতে, আকাশে-
বাতাসে, দলে-বলে ইত্যাদি।
- "থেকে থেকে বজ্রপাত হচ্ছে"-
বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিত্বের উদাহরণ
।
- "লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান"- এটাও
বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিত্বের উদাহরণ
।
- "পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির"
– (বিশেষণ বোঝাতে) -এ বাক্য
অব্যয়ের দ্বিরুক্তির উদাহরণ।

২১। Preposition Stands before——

- (ক) conjunction
- (খ) only noun
- (গ) only pronoun
- (ঘ) noun or pronoun*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে word অথবা group of words সাধারণত noun বা pronoun এর পূর্বে বসে noun বা pronoun এর সাথে বসে বাক্যের অন্য word এর সম্পর্ক/সংযোগ স্থাপন করে এবং স্থান, অবস্থান, সময় অথবা পদ্ধতি নির্দেশ করে তাকে Preposition (পদান্বয়ী অব্যয়) বলে।
- তাই অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

২২। What is your new job like? Here 'like' is

- (ক) verb
- (খ) adverb
- (গ) preposition*
- (ঘ) adjective

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Preposition সাধারণত তাঁর Object (noun/pronoun) এর আগে বসে। কিন্তু Interrogative pronoun, relative pronoun যদি Preposition এর Object হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ঐ Object এর পরে Preposition বসে।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'তোমার নতুন চাকরিটা কেমন '(কী রকম/কিসের মত)'?
- বাক্যের শুরুতে 'What' Interrogative pronoun হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মত অর্থে 'like' Preposition রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।
- তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

২৩। —— all the students, Salam is the best.

- (ক) from
- (খ) of*
- (গ) between
- (ঘ) none of them

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Superlative ও comparative degree এর Plural noun এর পূর্বে Preposition 'of' ব্যবহৃত হয়।
- শূন্যস্থানে of বসালে বাক্যটি ব্যাকরণগত দিক থেকে সঠিক হবে। তখন বাক্যটির অর্থ হবে- সকল প্রশ্নের মধ্যে Salam সেরা।
- তাই অপশন (খ) সঠিক উত্তর।

২৪। She held the umbrella ——both of us.

- (ক) on
- (খ) over*
- (গ) up
- (ঘ) at

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপরের কোন কিছু দ্বারা নিচের কিছুকে স্পর্শ না করে cover বা আচ্ছাদিত করা অর্থে over ব্যবহৃত হয়। প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'সে আমাদের উভয়ের মাথার উপর ছাতা ধরল'। এখানে ছাতা মাথা কে স্পর্শ করে নয় বরং কিছুটা উপরে থাকে। তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

২৫। He came here——his car.

- (ক) by
- (খ) at
- (গ) in*
- (ঘ) on

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরিবহন বা যাতায়াতের ক্ষেত্রে car, bus, train, plane, ship, air, water ইত্যাদির পূর্বে by বসে। যেমন- I went there by car.

- কিন্তু সুনির্দিষ্ট bus, train, ship, plane, এর ক্ষেত্রে on ব্যবহৃত হয়। যেমন – I will go there on the 7:30 bus.
- সুনির্দিষ্ট Car, taxi, van, ambulance, এর ক্ষেত্রে in ব্যবহৃত হয়। যেমন– we travelled in Sirajul's car. তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

২৬। He ran—the field.

- (ক) over
- (খ) to
- (গ) into
- (ঘ) across*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অসমতল (উঁচু) ভূমি/দেয়াল ইত্যাদি অতিক্রম বুঝালে over ব্যবহৃত হয়। যেমন– The man jumped over the wall into the garden.
- সমভূমি/ এরিয়া অতিক্রম বোঝাতে across ব্যবহৃত হয়।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'সে দৌড়ে মাঠ পার হল'। মাঠ এখানে সমতল ভূমি। তাই এক্ষেত্রে across ব্যবহার করতে হবে।
- অতএব, অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

২৭। Shawn told the truth—accident.

- (ক) by*
- (খ) of
- (গ) in
- (ঘ) to

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ শাওন মুখ ফসকে (আকস্মিকভাবে) সত্যটা বলে দিল।
- দৈবক্রমে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটলে by accident/by mistake/ by chance ব্যবহৃত হয়। যেমন– we met by chance (হঠাৎ আমাদের সাক্ষাৎ হল)।

- প্রদত্ত বাক্যে হঠাৎ/আকস্মিকভাবে অর্থে by accident ব্যবহৃত হবে। তাই অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

২৮। What is Dhaka famous —?

- (ক) of
- (খ) by
- (গ) for*
- (ঘ) in

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Noun বা Pronoun এর সাথে 'র' বা 'এর' বিভক্তি বোঝাতে of ব্যবহৃত হয়। যেমন– The campus of our school is very (আমাদের স্কুলের ক্যাম্পাস অনেক বড়)।
- কোন কিছুর পাশে বোঝাতে by ব্যবহৃত হয়। যেমন–The switch of the light is by the door.
- কোন কিছুর মধ্যে বোঝাতে অর্থাৎ ভিতরে কোন কিছু স্থিতি বোঝালে in ব্যবহৃত হয়। যেমন– He spent all the day in his room.
- 'জন্য বা কারণে' অর্থে for ব্যবহৃত হয়।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'ঢাকা কীসের জন্য বিখ্যাত' তাই 'জন্য' অর্থে বাক্যটিতে for ব্যবহৃত হবে। অতএব অপশনে (গ) ই সঠিক উত্তর।

২৯। Don't let the child put its hand—the car window.

- (ক) inside
- (খ) out of*
- (গ) across
- (ঘ) in

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'বাচ্চাটিকে তার হাত গাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে যেতে দিও না।
- কোন কিছুর ভিতর থেকে বাইরের দিকে গতিশীল হলে অথবা ভেতর থেকে বাইরে

বোঝালে out of ব্যবহৃত হয়। তাই
অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

**৩০। Selim was stabbed —— a lunatic —
—— a dagger.**

- (ক) with, by
(খ) by, by
(গ) with, with
(ঘ) by, with*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কারো (ব্যক্তি) দ্বারা / কর্তৃক কোন কাজ সংঘটিত হলে by বসে।
- কোন উপকরণ (dagger, knife) দ্বারা কোন কাজ সংঘটিত হলে with ব্যবহৃত হয়।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'সেলিম একজন উন্মাদ দ্বারা ছুরিকাঘাত প্রাপ্ত হল।
- এই বাক্যে উন্মাদ (ব্যক্তি) দ্বারা তাই এর পূর্বে by এবং ছুরি (উপকরণ) দ্বারা তাই এর পূর্বে with বসবে। অতএব অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৩১। He has abhorrence —— war.

- (ক) to
(খ) of*
(গ) for
(ঘ) in

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঘৃণ্য বা জঘন্য অর্থে abhorrent to ব্যবহৃত হয়। যেমন— corruption is abhorrent to everybody.
- কোন কিছুর প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা বোঝাতে abhorrence of ব্যবহৃত হয়। প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'যুদ্ধের প্রতি তার ঘৃণা রয়েছে'। অতএব অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

**৩২। Anwar entrusted the task ——
Bijoy.**

- (ক) with
(খ) at
(গ) for
(ঘ) to*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন দায়িত্ব দেয়া অর্থে entrust with ব্যবহৃত। এখানে with এর পর মূলত যে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই দায়িত্বের উল্লেখ থাকে। যেমন— Anwar entrusted Bijoy with the task.
- কারো নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা বোঝাতে entrust to ব্যবহৃত। যার (ব্যক্তি) নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেই ব্যক্তির পূর্বে to বসে। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

**৩৩। We have to deal —— our
problems.**

- (ক) in
(খ) with*
(গ) at
(ঘ) on

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যবসা করা অর্থে deal in ব্যবহৃত হয়। যেমন— Mr. Rahman deals in rice (জনাব রহমান চালের ব্যবসা করে।
- আচরণ করা, সমস্যা সমাধান করা, কোন বিষয়ে আলোচনা করা অর্থে deal with ব্যবহৃত হয়।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'আমাদেরকে আমাদের সমস্যা গুলোর সমাধান করতে হবে' তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

**৩৪। Actually, I am not familiar ——
this matter.**

- (ক) to
(খ) for
(গ) of

(ঘ) with*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কারো কাছে (ব্যক্তি) সুপরিচিত অর্থে familiar to ব্যবহৃত হয়। যেমন– Kabi Nazrul is familiar to all of our country.
- কোন বিষয়ে ভালো জ্ঞান আছে এমন অর্থে Familiar with ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'আসলে এ বিষয় সম্পর্কে আমি ভাল জানিনা'। তাই অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৩৫। God is good — mankind.

(ক) at

(খ) on

(গ) to*

(ঘ) with

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন বিষয়ে দক্ষ বোঝাতে good at ব্যবহৃত হয়। যেমন– He is good at drawing.
- কারো প্রতি সদয় বা দয়ালু অর্থে good to ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ 'ঈশ্বর মানবজাতির প্রতি সদয়'। তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৩৬। The parliament invested the new organization —judicial authority.

(ক) by

(খ) with*

(গ) from

(ঘ) through

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিনিয়োগ করা অর্থে invest in ব্যবহৃত হয়। যেমন– He invested all his money in share business.
- কাউকে কর্তৃত্ব/দায়িত্ব দেওয়া অর্থে invest with ব্যবহৃত হয়। যে দায়িত্ব

দেওয়া হয় সেই দায়িত্ব with এর পর উল্লেখ থাকবে। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ "আইনসভা নতুন সংস্থাটিকে বিচারসংক্রান্ত কাজ করার কর্তৃত্ব দিল। তাই অপশন (খ) সঠিক উত্তর।

৩৭। My mother is lacking — tact.

(ক) in*

(খ) of

(গ) at

(ঘ) for

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অভাব/ঘাটতি অর্থে lack of ব্যবহৃত হয়। যেমন– I have lack of money (আমার টাকার ঘাটতি আছে)।
- অভাব হওয়া অর্থে lack in ব্যবহৃত হয়। যেমন– My mother is lacking in tact (আমার মায়ের কৌশলের অভাব হচ্ছে)।
- মূলত lack যদি বাক্যে noun হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে lack এরপর of ব্যবহৃত হয়। আর lack যদি verb হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে lack এরপর in ব্যবহৃত হয়। তাই অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৩৮। Marrying —daughters at an early age is standard practice in many rural families in Bangladesh.

(ক) with

(খ) to

(গ) off*

(ঘ) of

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কারো সাথে বিবাহিত হয়েছে এমন বোঝাতে married to ব্যবহৃত হয়। যেমন– Anwar was married to Bithi.

- বিয়ে দেয়া (পারিবারিকভাবে) অর্থে marry off ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ "বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবারগুলোতে কন্যাদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া আদর্শ রীতি। তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৩৯। It is difficult to part — a long-held belief.

- (ক) with*
- (খ) from
- (গ) against
- (ঘ) beside

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিদায় জানানো অর্থে Part from ব্যবহৃত হয়। যেমন- He Parted from his friends in tears (সে চোখের জলে বন্ধুদের বিদায় জানালো)।
- অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেওয়া বা ত্যাগ করা অর্থে Part with ব্যবহৃত হয়। প্রদত্ত

৪১। ৭ টি সংখ্যার গড় ৪০। এর সাথে ৩টি সংখ্যা যোগ হলো। সংখ্যা তিনটির গড় ২১। সমষ্টিগত ভাবে ১০টি সংখ্যার গড় কত?

- (ক) ৩৫.২
- (খ) ৩৬.২
- (গ) ৩৪.৩*
- (ঘ) ৩২.৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

৭টি সংখ্যার গড় ৪০

$$\therefore ৭টি সংখ্যার সমষ্টি = ৪০ \times ৭ = ২৮০$$

৩টি সংখ্যার গড় = ২১

$$\therefore ৩টি সংখ্যার সমষ্টি = ৩ \times ২১ = ৬৩$$

$$\therefore (৭ + ৩) বা ১০টি সংখ্যার সমষ্টি = ২৮০ + ৬৩ = ৩৪৩$$

বাক্যটির অর্থ "দীর্ঘদিনের ধারণ করা বিশ্বাস ত্যাগ করা কঠিন। তাই অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৪০। Frustration results — violence.

- (ক) from
- (খ) for
- (গ) in*
- (ঘ) with

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন কিছু থেকে ফলাফল সৃষ্টি হওয়া বোঝাতে result from ব্যবহৃত হয়। যেমন- Violence results from frustration.
- কোন কিছুতে ফলাফল নিহিত থাকা অর্থে result in ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে বাক্যটি এর উদাহরণ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ "হতাশা" সহিংসতা ডেকে আনে"। তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

$$\therefore ১০টি সংখ্যার গড় = \frac{৩৪৩}{১০} = ৩৪.৩$$

৪২। $3x + 3y + 3z = 90$ হলে, x, y, z এর গড় মান কত?

- (ক) 30
- (খ) 20
- (গ) 26
- (ঘ) 10*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

$$3x + 3y + 3z = 90$$

$$\Rightarrow 3(x + y + z) = 90$$

$$\Rightarrow x + y + z = \frac{90}{3}$$

$$\therefore x + y + z = 30$$

$$\therefore x, y, z \text{ এর গড়} = \frac{x + y + z}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

৪৩। এক-দশমাংশ, এক-শতাংশ এবং এক-সহস্রাংশ এর গড় হবে-

(ক) ০.০৩৭*

(খ) ০.০০১

(গ) ০.১১১

(ঘ) ০.৩৩৩

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এক-দশমাংশ = ০.১

এক-শতাংশ = ০.০১

এক-সহস্রাংশ = ০.০০১

$$\begin{aligned}\therefore \text{নির্ণেয় গড়} &= \frac{0.1 + 0.01 + 0.001}{3} \\ &= \frac{0.111}{3} \\ &= 0.037\end{aligned}$$

৪৪। ৯, ১৪, ক ও খ এর গড় ১৭ হলে, (ক + ৮) ও (খ - ৫) এর গড় কত?

(ক) ৪৮

(খ) ৩৬

(গ) ২৬

(ঘ) ২৪*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

৯, ১৪, ক ও খ এর গড় = ১৭

$$\therefore ৯ + ১৪ + ক + খ = ১৭ \times ৪$$

$$\Rightarrow ক + খ + ২৩ = ৬৮$$

$$\Rightarrow ক + খ = ৬৮ - ২৩$$

$$\therefore (ক + খ) = ৪৫$$

(ক + ৮) ও (খ - ৫) এর গড় =

$$\frac{(ক + ৮) + (খ - ৫)}{২}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{ক + খ + ৮ - ৫}{২} \\ &= \frac{৪৫ + ৩}{২}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{৪৮}{২} \\ &= ২৪\end{aligned}$$

\therefore নির্ণেয় গড় ২৪।

৪৫। তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল তাদের যোগফলের আটগুণ। সংখ্যা তিনটির গড় কত?

(ক) 3

(খ) 5*

(গ) 6

(ঘ) 4

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি, তিনটি ক্রমিক সংখ্যা $(x - 1)$, x , $(x + 1)$

$$\therefore \text{সংখ্যা তিনটির যোগফল} = x - 1 + x + x + 1 = 3x$$

শর্তমতে,

$$(x - 1) \times (x + 1) = 3x \times 8$$

$$\Rightarrow (x^2 - 1) \times x = 24x$$

$$\Rightarrow x^2 - 1 = 24$$

$$\Rightarrow x^2 = 24 + 1$$

$$\Rightarrow x^2 = 25$$

$$\Rightarrow x^2 = (5)^2$$

$$\therefore x = 5$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সংখ্যা তিনটির গড়} &= \frac{3x}{3} \\ &= \frac{3 \times 5}{3} \\ &= 5\end{aligned}$$

৪৬। 1 থেকে 51 পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?

(ক) 25

(খ) 24

(গ) 50

(ঘ) 26*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আমরা জানি,

$$n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড়} = \frac{n+1}{2}$$

$$\therefore 1 \text{ থেকে } 51 \text{ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড়,}$$

$$= \frac{51+1}{2} = \frac{52}{2} = 26.$$

৪৭। M সংখ্যক সংখ্যার গড় A এবং N সংখ্যক সংখ্যার গড় B. সবগুলো সংখ্যার গড় কত?

(ক) $\frac{M+N}{2}$

(খ) $\frac{A+B}{2}$

(গ) $\frac{AM+BN}{2}$

(ঘ) $\frac{AM+BN}{M+N}^*$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

M সংখ্যক সংখ্যার গড় A

\therefore M সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি AM

N সংখ্যক সংখ্যার গড় B

\therefore N সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি BN

$$\therefore M+N \text{ সংখ্যক সংখ্যার গড়} = \frac{AM+BN}{M+N}$$

৪৮। 6, 8, 10 এর গাণিতিক গড় 7, 9 এবং কোন সংখ্যার গাণিতিক গড়ের সমান?

(ক) 9

(খ) 7

(গ) 8*

(ঘ) 6

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি, সংখ্যাটি x

প্রশ্নমতে,

$$\frac{6+8+10}{3} = \frac{7+9+x}{3}$$

$$\Rightarrow 24 = 16 + x$$

$$\Rightarrow x = 24 - 16$$

$$\therefore x = 8$$

\therefore সংখ্যাটি 8.

৪৯। পিতা, মাতা ও কন্যার বয়সের গড় ৩০ বছর। মাতা ও কন্যার গড় বয়স ২৫ বছর হলে, পিতার বয়স কত?

(ক) ৪০ বছর*

(খ) ৩৫ বছর

(গ) ৩০ বছর

(ঘ) ২৫ বছর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পিতা, মাতা ও কন্যার বয়সের গড় = ৩০ বছর
 \therefore পিতা, মাতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি = (৩০ \times ৩)

$$= ৯০ \text{ বছর}$$

মাতা ও কন্যার বয়সের গড় = ২৫ বছর

\therefore মাতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি = (২৫ \times ২) = ৫০ বছর

\therefore পিতার বয়স = (৯০ - ৫০) = ৪০ বছর।

৫০। ২৪ জন ছাত্র এবং একজন শিক্ষকের বয়সের গড় ১৫ বছর। শিক্ষককে বাদ দিয়ে ছাত্রদের বয়সের গড় করলে গড় ১ বছর কমে যায়। শিক্ষকের বয়স কত?

(ক) ৩০ বছর

(খ) ৩৩ বছর

(গ) ৩৬ বছর

(ঘ) ৩৯ বছর*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

ছাত্র ও শিক্ষকসহ ২৫ জনের বয়সের গড় = ১৫ বছর

\therefore ছাত্র ও শিক্ষকসহ ২৫ জনের বয়সের সমষ্টি, = (১৫ \times ২৫) = ৩৭৫ বছর

ছাত্রদের বয়সের গড় = (১৫ - ১) = ১৪ বছর

\therefore ছাত্রদের বয়সের সমষ্টি = (২৪ \times ১৪) = ৩৩৬ বছর

∴ শিক্ষকের বয়স = (৩৭৫ - ৩৩৬) = ৩৯ বছর।

৫১। এক ব্যক্তির বয়স তার তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ। তাহলে পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের কত অংশ?

(ক) $\frac{1}{3}$ অংশ

(খ) $\frac{1}{2}$ অংশ

(গ) $\frac{1}{6}$ অংশ*

(ঘ) $\frac{1}{8}$ অংশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি,

তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টি $3a$ বছর

∴ পিতার বয়স = $2 \times 3a = 6a$ বছর

∴ প্রত্যেক পুত্রের গড় বয়স = $\frac{3a}{3} = a$ বছর

∴ পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের অংশ = $\frac{a}{6a}$

= $\frac{1}{6}$ অংশ

৫২। ১০টি সংখ্যার যোগফল ৪৬২। এদের প্রথম ৪টির গড় ৫০ এবং শেষ ৫টির গড় ৪০ হলে, ৫ম সংখ্যাটি কত?

(ক) ৬০

(খ) ৬২*

(গ) ৬৪

(ঘ) ৭৪

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

১০টি সংখ্যার যোগফল ৪৬২

১ম ৪টির সমষ্টি = $(৪ \times ৫০) = ২০০$

শেষ ৫টির সমষ্টি = $(৫ \times ৪০) = ২০০$

∴ ১ম ৪টি ও শেষ পাঁচটির সমষ্টি = $(২০০ + ২০০) = ৪০০$

∴ ৫ম সংখ্যাটি = $(৪৬২ - ৪০০) = ৬২।$

৫৩। ৪, ৬, ৭ এবং ক এর গড় মান ৫.৫ হলে ক এর মান কত?

(ক) ৩.৫

(খ) ৪

(গ) ৪.৫

(ঘ) ৫*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

৪, ৬, ৭ এবং ক এর গড় মান ৫.৫

শর্তমতে,

$$\frac{৪ + ৬ + ৭ + ক}{৪} = ৫.৫$$

$$\Rightarrow ৪ + ৬ + ৭ + ক = ২২$$

$$\Rightarrow ১৭ + ক = ২২$$

$$\Rightarrow ক = ২২ - ১৭$$

$$\therefore ক = ৫$$

৫৪। ১০০ জন শিক্ষার্থীর গণিতের গড় নম্বর ৭০। এদের মধ্যে ৬০ জন ছাত্রের গড় নম্বর ৭৫ হলে, ছাত্রদের গড় নম্বর কত?

(ক) ৪৪.৩

(খ) ৫৫.২

(গ) ৬২.৫*

(ঘ) ৪৫.৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

১০০ জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর = ৭০

∴ ১০০ জন শিক্ষার্থীর মোট নম্বর = (৭০×১০০)

$$= ৭০০০$$

৬০ জন ছাত্রের মোট নম্বর = $(৬০ \times ৭৫) = ৪৫০০$

∴ ছাত্রদের মোট নম্বর = $৭০০০ - ৪৫০০ = ২৫০০$

$$\therefore \text{ছাত্রদের গড় নম্বর} = \frac{2500}{80} = 31.25$$

৫৫। ৬টি সংখ্যার গড় ৮.৫। একটি সংখ্যা বাদ দিলে গড় হ্রাস পেয়ে ৭.২ হয়। বাদ দেয়া সংখ্যাটি কত?

- (ক) ৮
(খ) ৯
(গ) ১২
(ঘ) ১৫*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

৬টি সংখ্যার গড় ৮.৫

$$\therefore \text{৬টি সংখ্যার সমষ্টি} = (6 \times 8.5) = 51$$

৫টি সংখ্যার গড় = ৭.২

$$\therefore \text{৫টি সংখ্যার সমষ্টি} = 5 \times 7.2 = 36$$

$$\therefore \text{বাদ দেয়া সংখ্যাটি} = 51 - 36 = 15।$$

৫৬। ছয়টি সংখ্যার গড় ৬। যদি প্রত্যেকটি সংখ্যা থেকে ৩ বিয়োগ করা হয়, তবে নতুন সংখ্যাগুলোর গড় কত হবে?

- (ক) ৬
(খ) ৩*
(গ) ৯
(ঘ) ৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

ছয়টি সংখ্যার গড় ৬

$$\therefore \text{ছয়টি সংখ্যার সমষ্টি} = (6 \times 6) = 36$$

প্রত্যেক সংখ্যা থেকে ৩ বিয়োগ করলে নতুন

$$\text{ছয়টি সংখ্যার সমষ্টি} = 36 - (6 \times 3)$$

$$= 36 - 18$$

$$= 18$$

$$\therefore \text{নতুন ছয়টি সংখ্যার গড়} = \frac{18}{6} = 3।$$

৫৭। ০.১, ০.০১, ০.০০১ সংখ্যা তিনটির গড় কত?

- (ক) ০.১১

$$(খ) 0.111$$

$$(গ) 0.037^*$$

$$(ঘ) 0.37$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সংখ্যা তিনটির গড় =

$$\frac{0.1 + 0.01 + 0.001}{3}$$

$$= \frac{0.111}{3}$$

$$= 0.037$$

৫৮। 1, 2, 3, -----, n ধারাটির গাণিতিক গড় কত?

$$(ক) \frac{n}{2}$$

$$(খ) \frac{n}{2} + 2$$

$$(গ) \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(ঘ) \frac{n+1}{2}^*$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

ধারাটির ১ম পদ = 1

ধারাটির শেষপদ = n

আমরা জানি,

স্বাভাবিক সংখ্যার ধারার গাণিতিক গড়,

$$= \frac{\text{১ম পদ} + \text{শেষ পদ}}{2} = \frac{n+1}{2}$$

৫৯। একজন ব্যাটসম্যান প্রথম তিনটি খেলায় ৮২, ৮৫ ও ৯২ রান করেন। চতুর্থ খেলায় কত রান করলে তার গড় রান ৮৭ হবে?

$$(ক) ৮৫$$

$$(খ) ৮৭$$

$$(গ) ৮৯^*$$

$$(ঘ) ৯১$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

চারটি খেলার রানের গড় = ৮৭

∴ চারটি খেলার রানের সমষ্টি = $(৮৭ \times ৪) = ৩৪৮$

তিনটি খেলার মোট রান = $৮২ + ৮৫ + ৯২ = ২৫৯$

∴ চতুর্থ খেলায় রান করতে হবে = $(৩৪৮ - ২৫৯)$

= ৮৯

৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গড় ২৫।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গড় ৩০

হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কত?

(ক) ৩০

(খ) ৫০

(গ) ৩৫

(ঘ) ৪০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গড় = ২৫

∴ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার সমষ্টি = $২৫ \times ২ = ৫০$

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গড় = ৩০

∴ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি = (৩০×৩)

= ৯০

∴ তৃতীয় সংখ্যাটি = $৯০ - ৫০ = ৪০$

৬১। বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে কোন রেখা?

(ক) ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা

(খ) ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা

(গ) ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা*

(ঘ) ৯০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।

- এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
- বাংলাদেশ $২০^\circ ৩৪'$ উত্তর থেকে $২৬^\circ ৩৮'$ উত্তর অক্ষরেখা এবং $৮৮^\circ ১'$ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে $৯২^\circ ৪১'$ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে অতিক্রম করেছে ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা যা কর্কটক্রান্তি নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় কর্কটক্রান্তি রেখা ও ৯০ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ মিলিত হয়েছে।

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

৬২। বাংলাদেশের কোন জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে?

(ক) যশোর*

(খ) কক্সবাজার

(গ) দিনাজপুর

(ঘ) নোয়াখালী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের যশোর জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে।
- এটি সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।
- ব-দ্বীপ সমভূমির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চল হলো ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।
- সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
 - * পাদদেশীয় সমভূমি: রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।
 - * বন্যা প্লাবন সমভূমি: ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট।
 - * ব-দ্বীপ সমভূমি: ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।

* উপকূলীয় সমভূমি: নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত।

* স্রোতজ সমভূমি: খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

৬৩। বাংলাদেশের কোন জেলায় লালমাই পাহাড় অবস্থিত?

- (ক) রাজশাহী
(খ) গাজীপুর
(গ) কুমিল্লা*
(ঘ) টাঙ্গাইল

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- লালমাই পাহাড় কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।
- এটি প্লাইস্টোসিন কালের সোপানের অন্তর্ভুক্ত।
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহ হলো:

* বরেন্দ্রভূমি: দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রায় ৯৩২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। এর অবস্থান ছিল বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে।

* মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন ৪১০৩ বর্গকি.মি।

* লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকি.মি।

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

৬৪। ভারতের কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের পূর্বে অবস্থিত নয়?

(ক) মেঘালয়*

(খ) ত্রিপুরা

(গ) আসাম

(ঘ) মিজোরাম

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

■ বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য এবং মিয়ানমারের আরাকান (বর্তমান নাম- রাখাইন রাজ্য) ও চীন প্রদেশ।

■ বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত।

■ বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী, ভারত ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত।

■ অপরদিকে, ভারতের মেঘালয় রাজ্য বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত।

■ এছাড়া বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কিছু অংশ।

■ ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্তদৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কি.মি।

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৬৫। লামার মাইভার পর্বত থেকে উৎপত্তি কোন নদীর?

(ক) হালদা

(খ) সাঙ্গু

(গ) মাতামুহুরী*

(ঘ) করতোয়া

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

■ মাতামুহুরী নদী বাংলাদেশের পূর্ব-পাহাড়ি অঞ্চলের বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার একটি নদী।

■ বান্দরবানের লামার মাইভার পর্বত (মিয়ানমার সীমান্ত) থেকে উৎপত্তি মাতামুহুরীর।

■ নদীটির দৈর্ঘ্য ২৮৭ কিলোমিটার।

■ মাতামুহুরীর নদীর তীরে গড়ে উঠেছে চকরিয়া, লামা, আলীকদম উপজেলা শহর।

- নীল নদ যেমন মিশরের দান, ঠিক তেমনি লামা, আলীকদম ও চকরিয়া এই তিনটি উপজেলা মাতামহুরী নদীর দান বলা হয়।
- বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল হলো:

| নদ-নদী | উৎপত্তিস্থল |
|-------------|--|
| পদ্মা | হিমালয়ের গাঙ্গেত্রী হিমবাহ |
| মেঘনা | আসামের লুসাই পাহাড় |
| ব্রহ্মপুত্র | তিব্বতের বৈকাল শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ |
| কর্ণফুলী | মিজোরামের লুসাই পাহাড় |
| হালদা | খাগড়াছড়ির বাটনাতলী পর্বতশৃঙ্গ |
| করতোয়া | সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল |
| সাজু | আরাকানের পার্বত্য অঞ্চল |
| মাতামহুরী | লামার মাইভার পর্বত |

উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং ভূগোল ও পরিবেশ, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৬৬। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?

- (ক) ১৮০ সে.মি.
- (খ) ২০৩ সে.মি. *
- (গ) ২৩০ সে.মি.
- (ঘ) ২৮০ সে.মি.

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত।
- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। শতকরা ৭০-৮০% বৃষ্টিপাত এসময় হয়।
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি. ।
- বাংলাদেশের সিলেটের লালখালে সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে।

- বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। এসময় সূর্যলম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় তাপমাত্রা বেশি থাকে।

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৬৭। কোন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ঘটে?

- (ক) উত্তর-পূর্ব
- (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম*
- (গ) দক্ষিণ-পূর্ব
- (ঘ) উত্তর-পশ্চিম

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ঘটে
- মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% এ সময় সংঘটিত হয়।
- বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল বিদ্যমান থাকে।
- সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় সিলেটের লালখালে এবং সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে।
- অপরদিকে, উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটে। এই সময় রবিশষ্য চাষ উপযোগী।
- এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের শীতকাল শুষ্ক থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয় না।
- সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল বিরাজ করে। এসময় (জানুয়ারি) তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকে। সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকে।

উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৬৮। নিচের কোনটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা নয়?

- (ক) সোনাদিয়া দ্বীপ
- (খ) সুন্দরবন
- (গ) টাঙ্গুয়ার হাওড়
- (ঘ) চলনবিল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলতে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে বোঝায়।
- বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়।
- এ পর্যন্ত মোট তেরটি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো:
 ১. সেন্টমার্টিন দ্বীপ
 ২. কক্সবাজার ও টেকনাফ উপকূলবর্তী এলাকা
 ৩. সোনাদিয়া দ্বীপ
 ৪. হাকালুকি হাওড়
 ৫. টাঙ্গুয়ার হাওড়
 ৬. মারজাত বাঁওড়
 ৭. গুলশান বারিধারা লেক
 ৮. সুন্দরবন
 ৯. বুড়িগঙ্গা নদী
 ১০. তুরাগ নদী
 ১১. বালু নদী
 ১২. শীতলক্ষ্যা নদী
 ১৩. জাফলং-ডাউকি নদী
- অপরদিকে, চলনবিল প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা নয়।

উৎস: বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট।

৬৯। মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- (ক) শীতকালে বৃষ্টিপাত
- (খ) অত্যধিক তাপমাত্রা
- (গ) স্যাতস্যাতে আবহাওয়া
- (ঘ) আর্দ্র গ্রীষ্মকাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ।

- গ্রীষ্ম ও শীতে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমি বায়ু প্রবাহের দিক ও পরিবর্তিত হয়।
- মৌসুমী ও অন্যান্য জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যে নিম্নরূপ:

| মৌসুমী | নিরক্ষীয় জলবায়ু | ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু |
|---|---|---|
| * আর্দ্র গ্রীষ্মকাল ও শুষ্ক শীতকাল * শীতলতম মাস হলো জানুয়ারি এবং উষ্ণতম মাস জুলাই * বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত হয় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে | * অত্যধিক তাপমাত্রা * বজ্র-বিদ্যুৎসহ সারাবছর পরিচলন বৃষ্টিপাত * স্যাতস্যাতে আবহাওয়া * অতিরিক্ত আর্দ্রতা | * শীতকালে বৃষ্টিপাত * মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে * গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা অত্যধিক |

উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

৭০। বাংলাদেশের মোট স্থলসীমা কত?

- (ক) ৪১৫৬ কি.মি.
- (খ) ৪৭১১ কি.মি.
- (গ) ৪৪২৭ কি.মি. *
- (ঘ) ৩৭১৫ কি.মি.

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) তথ্যমতে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কি.মি. এবং মাধ্যমিক ভূগোল বইয়ের তথ্য অনুসারে ৪৭১১ কি.মি.।
- এর মধ্যে সর্বমোট স্থলসীমা ৪৪২৭ কি.মি. (বিজিবি) বা ৩৯৯৫ কি.মি. (মাধ্যমিক ভূগোল)।

- বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যগুলো হলো:

| সীমান্ত দৈর্ঘ্য | বিজিবি | মাধ্যমিক ভূগোল |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| ভারতের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য | ৪১৫৬ কি.মি. | ৩৭১৫ কি.মি. |
| মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য | ২৭১ কি.মি. | ২৮০ কি.মি. |
| সর্বমোট স্থলসীমা | ৪৪২৭ কি.মি. | ৩৯৯৫ কি.মি. |
| সমুদ্র উপকূলীয় সীমা | ৭১১ কি.মি. | ৭১৬ কি.মি. |

উৎস: বিজিবির ওয়েবসাইট এবং ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

৭১। তামাবিল কোথায় অবস্থিত?

- (ক) মুন্সিগঞ্জ
- (খ) মৌলভীবাজার
- (গ) সিলেট*
- (ঘ) পাবনা

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের একমাত্র সীমান্তবর্তী বিল হলো তামাবিল।
- এটি বাংলাদেশের **সিলেট** অঞ্চলের সীমান্তবর্তী একটি এলাকা যা গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত।
- এটি বাংলাদেশ এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান বিল এবং এর অবস্থান:

| বিল | অবস্থান |
|---------------|--------------------------|
| চলনবিল | পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ |
| ডাকাতিয়া বিল | খুলনা |
| তামাবিল | সিলেট |

| | |
|--------------|------------|
| ভবদহ বিল | যশোর |
| কোলাবিল | খুলনা |
| কাইরার বিল | কক্সবাজার |
| আড়িয়াল বিল | মুন্সিগঞ্জ |
| গাজনার বিল | পাবনা |
| বাইক্লা বিল | মৌলভীবাজার |
| চাতলা বিল | সিলেট |

উৎস: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট।

৭২। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীদের প্রজনন হার (১৫-৪৯ বয়সী নারী) কত?

- (ক) ৩.৫%
- (খ) ২.৮%
- (গ) ২.০৫%*
- (ঘ) ৩.০৫%

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে নারীদের প্রজনন হার (১৫-৪৯ বয়সী নারী) **২.০৫%**।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ এর মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

| | |
|---|------|
| স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে জন) | ১৮.৮ |
| স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জন) | ৫.৭ |
| শিশু মৃত্যুহার (এক বছরের কমবয়সী প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) জন | ২২ |
| প্রজনন হার (১৫-৪৯ বয়সী নারী) | ২.০৫ |
| প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর) | ৭২.৩ |
| পুরুষ (গড় আয়ু) | ৭০.৬ |
| মহিলা (গড় আয়ু) | ৭৪.১ |

তথ্যসূত্র: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট।

৭৩। ষষ্ঠ আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী খানা প্রতি গড় সদস্য কত জন?

(ক) ৪.০ জন*

(খ) ৪.৫ জন

(গ) ৪.৪ জন

(ঘ) ৪.৬ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় (১৫-২১) জুন ২০২২ সালে।
- এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
- ষষ্ঠ আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী খানা প্রতি গড় সদস্য ৪ জন।
- ষষ্ঠ জনশুমারির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য হলো:
 - ✓ নারী পুরুষের অনুপাত-১০০:৯৮
 - ✓ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-১.২২%
 - ✓ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি -ঢাকা বিভাগে
 - ✓ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম-বরিশাল বিভাগে
 - ✓ স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক -ঢাকা বিভাগে
 - ✓ স্বাক্ষরতার হার সর্বনিম্ন -ময়মনসিংহ বিভাগে।

তথ্যসূত্র: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট

৭৪। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি কোনটি?

(ক) চাকমা

(খ) সাঁওতাল

(গ) মারমা*

(ঘ) গারো

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি হলো মারমা।

- এরা বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলায় বাস করে।
- মারমা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং এদের প্রধান উৎসব হলো সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)
- অন্যদিকে, বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি হলো চাকমা। এরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। চাকমাদের প্রধান বর্ষবরণ উৎসবের নাম হলো বিঝু। এদের ধর্ম বৌদ্ধ।
- সাঁওতাল উপজাতির দিনাজপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে বসবাস করে। এরা সংখ্যায় বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম উপজাতি।
- গারো বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনায় বসবাসকারী বাংলাদেশের পঞ্চম বৃহত্তম উপজাতি।

তথ্যসূত্র: সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইট।

৭৫। নিচের কোন উপজাতিটি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বাস করে?

(ক) রাখাইন

(খ) পাংখোয়া

(গ) মারমা

(ঘ) সাঁওতাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমতলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে বৃহত্তম হলো সাঁওতাল।
- এরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে বসবাস করে।
- এরা অধিকাংশ সনাতন ধর্মালম্বী। তবে কিছু কিছু খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী।
- সাঁওতালদের পরিবার কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক এবং এদের প্রধান উৎসব হলো সোহরাই।
- সাঁওতাল ছাড়াও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে গুঁরাও, পাহাড়ী, মাহাতো, তেলী, ঘাসিমালো, রাজবংশী প্রভৃতি।

- অপরদিকে, রাখাইনে গোষ্ঠি পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে; পাওন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলায় বাস করে।

তথ্যসূত্র: সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

৭৬। নিচের কোনটি বৌদ্ধ ধর্মালম্বী

উপজাতি?

- (ক) ত্রিপুরা
- (খ) থিয়াং*
- (গ) হাজং
- (ঘ) মাহালি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মী উপজাতি হলো চাকমা, মারমা, থিয়াং, ম্রো, রাখাইন প্রভৃতি।
- এরা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে।
- বাংলাদেশে বসবাসকারী সনাতন ধর্মী উপজাতি হলো
- অন্যান্য কয়েকটি উপজাতিদের ধর্ম:

| উপজাতি | ধর্ম |
|------------------------------------|-----------|
| সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা প্রভৃতি | সনাতন |
| গারো, খাসিয়া, লুসাই, মাহালি | খ্রিষ্টান |
| মনিপুরী, ডালু | বৈষ্ণব |
| রাজবংশী, মুন্ডা | জড়োপাসক |
| পাঙ্গন | ইসলাম |

তথ্যসূত্র: সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং বাংলাপিডিয়া।

৭৭। চাকমা গ্রাম প্রধানকে কী বলা হয়?

- (ক) হেডম্যান
- (খ) চাকমা রাজা
- (গ) কারবারি*
- (ঘ) আদাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হলো চাকমা।

- এদের বসবাস বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলায়। তবে সর্বাধিক চাকমা জনগোষ্ঠি বাস করে রাঙ্গামাটি জেলায়।
- চাকমা জনগোষ্ঠির বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন রয়েছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন হলো চাকমা পরিবার এবং বৃহত্তম হলো চাকমা সার্কেল।
- কতগুলো পরিবার মিলে গঠিত চাকমা পাড়া যা আদাম নামে পরিচিত। কয়েকটি আদাম নিয়ে গ্রাম বা মৌজা গঠিত হয় এবং কয়েকশ গ্রাম বা মৌজা মিলে হয়ে চাকমা সার্কেল।

চাকমা জনগোষ্ঠির:-

- ✓ মৌজা প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান
- ✓ আদাম বা গ্রাম প্রধানকে বলা হয়- কারবারি
- ✓ সার্কেল প্রধানকে বলা হয়-রাজা

তথ্যসূত্র: সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র, একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণি (মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ)

৭৮। মণিপুরীদের প্রধান উৎসবের নাম কী?

- (ক) মাঘি পূর্ণিমা
- (খ) ওয়ানগালা
- (গ) জলকেলি
- (ঘ) রাসোৎসব*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মণিপুরীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো রাসোৎসব বা রাসপূর্ণিমা। প্রতিবছর শরতের পূর্ণিমায় এই উৎসব পালিত হয়।
- মণিপুরীরা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ জেলায় বাস করে।
- এরা হিন্দু বা সনাতন ধর্মালম্বী। এদের পূর্বপুরুষগণ মৈতৈ নামে পরিচিত ছিল তাই এদের ভাষাকে বলা হয় মৈতৈ।
- এদের সংস্কৃতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে রাসা নৃত্য।
- অপরদিকে, বাংলাদেশের অন্যান্য কয়েকটি উপজাতিদের বিভিন্ন উৎসব হলো:

| উপজাতি | উৎসবের নাম |
|--------|------------|
|--------|------------|

| | |
|----------|-------------------------------|
| চাকমা | বিজু (বর্ষবরণ), মাঘি পূর্ণিমা |
| ত্রিপুরা | বৈসুক (বর্ষবরণ) |
| মারমা | সাংগ্রাই |
| গারো | ওয়ানগালা |
| সাঁওতাল | সোহরাই |
| রাখাইন | জলকেলি |

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৭৯। ভূমিজ উপজাতি কোথায় বসবাস করে?

- (ক) শেরপুর
- (খ) সিলেট*
- (গ) রাঙ্গামাটি
- (ঘ) ময়মনসিংহ

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- ভূমিজ উপজাতি সিলেটে বসবাস করে।
- সিলেটে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে খাসিয়া, মনিপুরী, ভূমিজ, কাছাড়ি, প্রভৃতি।
- অপরদিকে, বাংলাদেশের শেরপুর জেলায় কোচ, গারো, ডালু, হাজং প্রভৃতি উপজাতিদের বসবাস রয়েছে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপজাতিদের বসবাস রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায়।
- চাকমা, মারমা, থিয়াং, খুমি, তনচংগা, পাংখোয়া, বম প্রভৃতি উপজাতি রাঙ্গামাটি জেলায় বাস করে।
- গারো, ডালু, বর্মণ, বানাই, হাজং, হুদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীদের বৃহৎ অংশ ময়মনসিংহে বাস করে।

তথ্যসূত্র: সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

৮০। জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'NIPORT' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

- (ক) ১৯৭২ সালে
- (খ) ১৯৭৩ সালে
- (গ) ১৯৭৫ সালে
- (ঘ) ১৯৭৭ সালে*

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- National Institute of population Research and Training (NIPORT) হলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।
- এটি ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এর কার্যালয় ঢাকার আজিমপুর অবস্থিত।
- এর অধীনে ৩টি পরিচালনা ইউনিট রয়েছে - প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।
- এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠপর্যায়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে।
- এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশের সরকার জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ প্রণয়ন করে।

তথ্যসূত্র: NIPORT এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।

